যুগান্তর

৩/১১/২০০৩

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আগামীকাল ইউকসু নির্বাচন

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ মুখোমুখি

রশীদ ভবন : ১৯৩০ । বুয়েটের ঐতিহ্য । বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসনিক ভবন

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

আগামীকাল ইউকসু নির্বাচন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ইউকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে প্রার্থীদের প্রচারণায় সৃষ্টি হয়েছে উৎসবের আমেজ। নির্বাচনে ৫টি ছাত্র সংগঠন ও একটি স্বতন্ত্রসহ মোট ৬টি প্যানেলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে। ছাত্র সংসদের ৭টি এবং ৬টি আবাসিক হল সংসদের ১২টি করে ৭২টিসহ মোট ৮৯টি পদে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী।

ইউকসুতে ছাত্রদলের প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন– মোঃ গোলাম মোর্শেদ লায়ন (সহ-সভাপতি), হাসিব মোস্তাবসির হাসিব (সাধারণ সম্পাদক), কাজী মোঃ জাবেদ ইকবাল (যুগ্ম সম্পাদক-এজিএস), মোঃ ইসমাইল হোসেন ইমন (আপ্যায়ন সম্পাদক), আবুল মুনসুর রেজাউদ্দিন লিটন (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক), শরীফ হোসেন নিয়াজ (বার্ষিকী সম্পাদক) ও মোঃ আব্দুল মালেক রানা (অন্তঃক্রীড়া সম্পাদক)।

ছাত্রলীগের প্যানেলের প্রার্থীরা হচ্ছেন– এ এইচ মোজাম্মেল শরীফ (সহ-সভাপতি), দেওয়ান আইনুল হক শাম্মা (সাধারণ সম্পাদক), নুরুল হাসান উল্লাস (যুগ্ম সম্পাদক-এজিএস), পারভেজ হাসান শুভ্র (আপ্যায়ন সম্পাদক), ইয়াসির সাখাওয়াত (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক), খন্দকার মোঃ হাবিব আল রাজী (বার্ষিকী সম্পাদক) ও ইমাম আহমেদ (অন্তঃক্রীড়া সম্পাদক)।

দুই বছরের বেশি সময় পর ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে সর্বশেষ নির্বাচন হয়। গত কয়েকবারই ইউকসুতে ছাত্রদল বিপুল বিজয় অর্জন করছিল। এবার বিএনপির' নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই ছাত্রদলের প্যানেলের বিজয়ের দিকে অনেকেই তাকিয়ে আছেন। কিন্তু বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রলীগকেও এবার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্যানেলে প্রার্থিতা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট ও ইসলামী ছাত্রশিবির পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। প্রার্থীদের রং-বেরংয়ের ও বিচিত্র ডিজাইনের নির্বাচনী পোস্টার ও ব্যানার শোভা পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের দেয়াল ও ক্যাম্পাস এলাকায়। লিফলেটে তুলে ধরা হয়েছে প্রার্থীদের পরিচিতি এবং তাদের ভোট দেয়ার পক্ষে নানান যুক্তি। দিন-রাত চলছে প্রার্থীদের গণসংযোগ, প্রচার মিছিল ও সমাবেশ। নির্বাচনী প্রচারণা শেষ হবে আজ সোমবার প্রার্থীদের মুক্ত বিতর্কের মধ্য দিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল বিতর্কের আদলে এ বিতর্ক হবে। প্রত্যেক প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী বিতর্কে অংশ নেবেন। নির্বাচনী প্রচারণা যেমনই হোক না কেন বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন। তারা নিজেদের যেমন দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র মনে করেন, তেমনি মেধাবী ছাত্রদের নেতা নির্বাচনেও তারা বেশ সতর্ক। প্রচলিত ধারায় এখানে ভোট পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে না। ছাত্রছাত্রীরা দেখেন প্রার্থী কতটা স্মার্ট, কেমন মেধাবী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণ কেমন? কে কতটা বন্ধুবৎসল তাও গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রী হলে ভোট পেতে হলে চাই চমৎকার 'আউটলুকিং'। একজন প্রার্থীই বললেন, সুদর্শন না হলে ছাত্রী হলে ভোট পাওয়া যায় না। সেখানেও অনেক ভোট। ছাত্রী হলে প্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে গেছে অনেকটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শুধু ভিপি পদে নির্বাচন হচ্ছে।

লায়ন-হাসিব-ইকবাল পরিষদ

পর পর গত কয়েকবারই ছাত্রদল ইউকসুতে বিজয়ী হলেও এবার তাদের জন্য বাড়তি ঝামেলা ছাত্রশিবিরের প্যানেল। শিবির কয়েক বছর ধরে বুয়েটে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা চালাতে পারছে না। ইউকসু নির্বাচনেও অংশ নিতে পারছে না। কিন্তু এবার সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যে ছাত্রদল-শিবির ঐক্যের সুযোগ নিয়ে শিবিরও বুয়েটে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছে। তবে নির্বাচনী প্যানেলে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। বুয়েট ছাত্রদল শিবিরের সঙ্গে যৌথ প্যানেল দিতে রাজি হয়নি। ফলে শিবির এখন আলাদা প্যানেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। শিবিরের আওরঙ্গ-সুমন-সাজ্জাদ প্যানেলে ৩০০ ভোট আছে বলে তারা দাবি করছে। শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনী লড়াইয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু তাদের প্রার্থিতা ছাত্রদলের ভোট কমিয়ে দেবে। ওদিকে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রলীগ রয়েছে একটু বিপজ্জনক অবস্থায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ বিতাড়িত হলেও বুয়েটে তারা নির্বিঘ্নে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেতে না পারলেও বুয়েট ক্যাম্পাসে নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছেন। ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টও নির্বাচনী লড়াইয়ে বেশ সক্রিয়। কিন্তু তাদের ভোট খুব সীমিত। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের দিকে। নির্বাচনী লড়াইও হবে ছাত্রদল-ছাত্রলীগে। এই লড়াইয়ে কে জিতবে তা নির্ধারণ করবেন বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল তাদের রায়ে।

শরীফ-শাম্মা-উল্লাস পরিষদ

বুয়েটে ছাত্রদলের পক্ষে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি [illegible]-ই-এলাহী। তিনি বললেন, বুয়েটের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ইউকসু নির্বাচনে বার বার ছাত্রদলের প্যানেলের পক্ষে রায় দিয়েছে। এবারও তারা একক [illegible] তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বুয়েট গড়তে ছাত্রদল মনোনীত লায়ন হাসিব-ইকবাল পরিষদ ও হল সংসদগুলোতে ছাত্রদলের প্যানেলকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবে।